চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ৩১ জানুয়ারি ২০২২

চকবাজার ওয়ার্ডে শীতবস্ত্র বিতরণকালে মেয়র

শীতবস্ত্রের অভাবে কাউকে শীতে কষ্ট ভোগ করতে হবে না

চকবাজার ওয়ার্ডে অসহায় দরিদ্র শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। এসময় তিনি বলেন, বর্তমান সরকার গরীব বান্ধব সরকার। এই সরকার দরিদ্র দুঃখী মানুষের কষ্ট বুঝে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে শীতবস্ত্রের অভাবে কাউকে শীতে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। তারই পথ অনুসরণ করে চসিক নগরীতে শীতবস্ত্র বিতরণ করছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। দুযোর্গকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ সবসময় মানুষের পাশে ছিল এব্যাপারে কারো পরীক্ষা নেয়ার অবকাশ নেই। আজ সোমবার সকালে চকবাজার ওয়ার্ড কার্যালয়ে ১০০জন অসহায় দরিদ্রের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

কাউন্সিলর নুর মোস্তফা টিনুর সভাপতিত্বে ও তারেক সুলতানের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, চকবাজার থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহাবউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক, নাজিম উদ্দিন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের মুজিবুর রহমান বাবুল, আজম খান, চকবাজার থানা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে, ওয়ার্ড শ্রমিক লীগের সভাপতি নাহিদুল ইসলাম জাবেদ, মহানগর ছাত্রলীগের সাইফুল ইসলাম রুবেল, মহসীন কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান, ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ইভান।

মেয়র আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহায় হতদরিদ্র মানুষের জন্য সোনার বাংলা গড়ার যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন তথা উন্নত বাংলাদেশ গড়তে দেশের প্রত্যেক মানুষের ভাত, কাপড় মাথাগোঁজার ঠাঁইসহ সকলের শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, করোনা মহামারিতে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের নাগরিকরা বিনামূল্যে টিকা নিতে পারে নি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শীতায় বিনামূল্যে টিকা প্রদান ও অনেক দেশের আগে টিকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। করোনার নতুন ধরণ ওমিক্রণ সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মেয়র নগরবাসীকে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও টিকা গ্রহণ করে নিজের ও অন্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানান।

বাংলা ভাষা প্রচলন উদ্যোগের সাথে সাক্ষাতে মেয়র

ইংরেজী ভাষায় লিখা নামফলকের স্থলে
বাংলা ভাষায় নামফলক প্রতিস্থাপন করতে হবে

আজ সোমবার সকালে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনে সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে বাংলা ভাষা প্রচলন উদ্যোগের মুক্তিযোদ্ধা গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ডা. মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে (মুক্তিযোদ্ধা ও জনমুখী বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের যৌথ প্রয়াস) একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাত করতে আসেন। সাক্ষাতকালে মেয়র বলেন, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা ও প্রাণের ভাষা। বিশ্বে প্রথম আমরাই রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যা এখন বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ইদানিংকালে বিভিন্ন সাইনবোর্ড, আমন্ত্রণপত্রে ইংরেজী ভাষায় ছাপার প্রবণতা বেড়ে গেছে, যা বাঙালী হিসেবে আমাদের কাছে কাম্য নয়। এতে করে দেশের সংবিধানকে অবমাননা করা হয়। তাই চসিকের পক্ষ থেকে বাংলায় নামফলক চালু করতে যা করা প্রয়োজন সব পদক্ষেপই নেয়া হবে।

এসময় বাংলা ভাষা প্রচলন উদ্যোগের পক্ষে সাবেক সংসদ সদস্য মাজহারুল হক শাহ, রাজনীতিক রাজা মিয়া, মহিন উদ্দিন, হাসান মারুফ রুমি, মশিউর রহমান খান, নারী নেত্রী হাসিনা সিনহ্মন ভৌমিক, নারী নেত্রী আসমা আক্তার, রাজনীতিক ডা. শাহ আলম ভূঁইয়া, তৌহিদুল আলম কাজল, ছাত্রনেতা লিটন চৌধুরী রিংকু, ব্রিগেড-৭১ সংগঠনের কাজী রাজেস ইমরান, সংগঠন চৈত্রগান'র অপূর্ব নাথ, রাজনীতিক নেতা সুজউদ্দোলা বাবুল, অনুবীক্ষণ পত্রিকার ইনতেখাব বাবুল, প্রাক্তন জাসদ ফোরামের মো. শফি উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা ভাষা প্রচলন উদ্যোগের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান বলেন, ইতোমধ্যে সংবিধান, আইন আদালতের নির্দেশে অনুসারে সরকারি-বেসরকারি সকল অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামফলকে ৬০ভাগ বাংলা লিখার প্রচলনের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার বাস্তবায়ন হচ্ছেনা। আমাদের দাবি ও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বিগত মেয়রের সময়ে অনেক ব্যাংক বীমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে কালি লেপন করতে মাঠে নেমেছিল। কিন্তু এখন অনেক নামফলক বিদেশী ভাষায় টাঙানো রয়েছে। একারণে আমরা আবারো মাঠে নামলাম। মেয়র বাংলা ভাষা প্রচলন উদ্যোগের প্রতিনিধিদলের গৃহীত কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারীর প্রথমদিন কাল (১ফেব্রুয়ারী) মঙ্গলবার সকালে নগরীর এম.এ আজিজ স্টেডিয়ামে ইংরেজী ভাষায় লিখা সাইনবোর্ডের স্থলে বাংলা হরফে লেখা সাইনবোর্ড প্রতিস্থাপন কর্মসূচী উদ্বোধন করবেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

সাবেক মেয়রের মা'র মৃত্যুতে মেয়রের শোক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ও চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীনের মা শ্রদ্ধেয় বেগম ফাতেমা জোহরার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন চসিক মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, ৭৫এর ১৫আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তী সময়ে যারা এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করেছিলেন তাদের আশ্রয় ও যোগানদাতা এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাদের জননী ছিলেন এই মহীয়ষী নারী। তাঁর মৃত্যুতে আমরা মা হারা হলাম। মেয়র মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাতে মরহুমাকে জান্নাত নসীব করেন এই দোয়া করেন।

রেলওয়ে সরকারি হাইস্কুলের সামনে ফুটপাতে ওয়াকওয়ে নির্মাণে মেয়রকে স্মারকলিপি

বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মুখে সীমানা অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে ফুটপাত ওয়াকওয়ে নির্মাণের দাবীতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর নিকট স্মারকলিপি দিয়েছেন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা।

স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ডা. মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে স্মারকলিপি প্রদান কালে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে মহিন উদ্দিন, লিটন চৌধুরী রিংকু উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপি প্রদানকালে মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান বলেন, পাহাড়তলীতে অবস্থিত ১৯২৪সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ১হাজার ৫শত ছাত্র পড়াশোনা করে। নগরীর ব্যস্ততম সড়কের পাশে বিদ্যালয়টির অবস্থান হওয়ায় শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় চলাফেরা করে। ইতোমধ্যে ওই এলাকায় কয়েকটি দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তাই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়াতে রেলওয়ে স্কুলের ছাত্র, অভিভাবক ও পথচারীদের নিরাপদে চলাফেরার জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয় সম্মুখ সীমানায় ফুটপাত ওয়াকওয়ে নির্মাণ জরুরী।

মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবন করে উক্ত স্থানে গাড়ি গতি নিয়ন্ত্রণে স্পীড ব্রেকার স্থাপনে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে চসিক প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি ফুটপাতে ওয়াকওয়ে নির্মাণেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বলে তাদেরকে আশ্বাস প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩